গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বদলি বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) প্রীতম সাহার অনাকাঙ্ক্ষিত বদলির প্রতিবাদে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটায় গাংনী উপজেলা পরিষদের সামনে সর্বস্তরের জনসাধারণ এ মানববন্ধনে অংশ নেন এবং ইউএনও প্রীতম সাহার বদলি আদেশ বাতিলের দাবি জানান।

বক্তারা বলেন, ইউএনও প্রীতম সাহা গাংনীর সাধারণ মানুষের পাশে থেকে নিরলসভাবে কাজ করেছেন। তিনি দারিদ্র্য ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, এমনকি চলমান এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বাসায় রাতের বেলায় গিয়ে তাদের খোঁজ নিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে গাংনীতে বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয়েছে, যা এলাকাবাসীর কাছে প্রশংসিত হয়েছে।

মানববন্ধনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা ইউএনও প্রীতম সাহার বদলি আদেশ দ্রুত বাতিলের দাবি জানান।

উল্লেখ্য, গতকাল সোমবার খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী কমিশনার মো. পারভেজ স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইউএনও প্রীতম সাহাকে খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে বদলি করা হয়। একই প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন বিভাগীয় কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী কমিশনার আনোয়ার হোসেন।

মেহেরপুরে “অন্তর্ভুক্তিমূলক

শিক্ষা, অংশীজনের প্রত্যাশা” শীর্ষক মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে “অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, অংশীজনের প্রত্যাশা” বিষয়ক এক মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১০টায় জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কনফারেন্স রুমে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এ সভার আয়োজন করে।

মউক-এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ তরিকুল ইসলাম।

এসময় তিনি বলেন, প্রত্যন্ত গ্রামের শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে, যার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব হিসেবে সরকারি পরিসংখ্যানে শিক্ষার হার তুলনামূলক কম দেখা যায়। তবে এখন কেন্দ্রীয় সরকার ও জেলা শিক্ষা প্রশাসনের কঠোর ও নিরবিচ্ছিন্ন তদারকিতে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। তিনি এ সময় শিক্ষার উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ হযরত আলী, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ রুহুল আমিন এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলার উপপরিচালক এ. জে. এম সিরাজুম মুনীর।

এসময় বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি নাজমুল হক টিনু, আজগর আলী মাস্টার ও আব্দুর রব।

এছাড়াও এসময় সরকারি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান ‘গণসাক্ষরতা অভিযান এর কর্মকর্তাসব সজিবুল ইসলাম ও সামসুন নাহার কলি উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন মউক এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম। তিনি বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুবিধাবঞ্চিত

ও পেছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে মূলধারায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থী হ্রাসে মউক কমিউনিটি ভিত্তিক এপ্রোচ পদ্ধতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, যার মধ্যে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন অন্যতম।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে এই কর্মসূচির প্রধান পৃষ্ঠপোষক গণসাক্ষরতা অভিযানের কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে পৌঁছাতে সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগকে সাফল্যভিত্তিক কার্যক্রম হিসেবে মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানের মধ্যে এক মুক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত স্টেকহোল্ডারবৃন্দ মানসিকতার পরিবর্তন, মডেল মাদ্রাসা, মাদ্রাসা শিক্ষায় বৈষম্য, উপবৃত্তির অধিক বরাদ্দ, বিদ্যালয় শিক্ষকের স্বল্পতা, জেন্ডার বৈষম্য, পাঠ্যপুস্তক কারিকুলাম রচনায় যৌক্তিকতা এবং শিক্ষা প্রশাসনের তদারকির ধীরগতিসহ বিভিন্ন বিষয়ের চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশসমূহ তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী, সুশীল সমাজ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ৬০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মউক এর মানবাধিকার কর্মী সাদ আহম্মদ ও মোছাঃ কাজল রেখা।

মেহেরপুরে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালিত

“স্নায়ু বৈচিত্রকে বরণ করি, টেকসই সমাজ গড়ি” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে পালিত হয়েছে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস।

দিবসটি উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়।

পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অটিজম সচেতনতা বিষয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আসাদুল ইসলামসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

এছাড়াও সমাজসেবা কার্যালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা র্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয় যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

গাংনীতে ভূট্টাক্ষেত থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গোপালনগর মাঠের ভুট্টা ক্ষেত থেকে অর্ধগলিত অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে গোপালনগর মাঠের আব্দুল খালেকের ভূট্টা ক্ষেত থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। মরদেহটি ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার করেছে। চেহারা দেখে সনাক্ত করা সম্ভব নয় বলে জানা গেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে তিনি জানান, ভুট্টা ক্ষেতে মরদেহটি দেখে পুলিশকে খবর দেন স্থানীয়রা। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। সনাক্ত হলে ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

স্থানীয়রা জানান, সম্প্রতি এই স্থানে পল্লী বিদ্যুতের নির্মাণাধীন লাইনের কিছু তার চুরির ঘটনা ঘটেছে। তার চুরি করতে

এসে দুর্ঘটনায় এই অজ্ঞাত ব্যক্তি মারা যেতে পারেন বলে ধারণা করছেন স্থানীয়রা।

মেহেরপুরের কুতুবপুরে জামায়াতে ইসলামীর গণসংযোগ ও পথসভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের তেরঘরিয়া ও রুদ্রনগরে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (২১ এপ্রিল) বিকেল পাঁচটার দিকে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খান। তিনি বলেন, “জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় গেলে দেশের মানুষ শান্তি পাবে। গত ১৬ বছর আমরা নির্যাতনের শিকার হয়েছি। আমাদের কোনো শান্তি ছিল না। স্বৈরাচার হাসিনার আমলে আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। কোর্টের বারান্দায় যেতে যেতে আমাদের পায়ে আঘাত লেগেছে। আমার ভাইদের ওপর বিনা কারণে হামলা-মামলা হয়েছে। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করবে জামায়াতে ইসলামী। আমরা যদি নির্বাচিত হই, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।”

পথসভায় সভাপতিত্ব করেন কুতুবপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি ইমদাদুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির সোহেল রানা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কুতুবপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক পারভেজ হোসাইন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, ১ নম্বর ওয়ার্ড রুদ্রনগরের সভাপতি শেরেগুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল রকিব, যুব বিভাগের সভাপতি সাহিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক রকিব আলী, কোষাধ্যক্ষ তোফাজ্জল, সদস্য খলিলুর রহমান, আজিজুল, জুলফিকারসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

গাংনীর কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে নিজ দলীয় নেতা নির্বাচন করলেন গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র নেতাকর্মী। ভোটারদের সরাসরি ভোটে কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সাহাবুদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন স্কুল শিক্ষক মাসুদ রানা।

আজ সোমবার দুপুরে হাড়াভাঙ্গা এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কাজিপুর ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের সরাসরি ভোটে তারা নির্বাচিত হন। দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের পূর্বে আয়োজিত বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

কাজিপুর ইউনিয়ন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি রেজাউল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, আব্দুল আওয়াল, আলফাজ উদ্দীন কালু।

এছাড়াও জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউসার আলীসহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আব্দাল হকের সঞ্চালনায় সম্মেলনে কাজিপুর ইউনিয়নের ৯ টি ওয়ার্ড কমিটির মোট ৪শ ৫৯ ভোটরের মধ্যে ৪শ ৩২ জন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

ভোট গ্রহণ শেষে সভাপতি পদে কাজিপুর গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাহাবুদ্দিন ২৬৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি নেতা বেতবাড়িয়া গ্রামের মঞ্জুরুল হক টকি পেয়েছেন ১৬৬ ভোট। অপরদিকে সাধারণ সম্পাদক পদে কাজিপুর গ্রামের মাসুদ রানা ২৭০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম

প্রতিদ্বন্দ্বী কাজিপুর গ্রামের শহিদুল ইসলাম পিন্টু পেয়েছেন ১৫৮ ভোট।

মেহেরপুর কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণ

কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৫ উপলক্ষে মেহেরপুর কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজে পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। আজ সোমবার সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ রেহানা ইয়াসমিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে প্লে শ্রেণীর মেহেরিমা আফরিন (আইরা), আবরার শাহরিয়ার রাফাত, নার্সারী শ্রেণীর আবরার খন্দকার (বিত্ত), সাইনা খাতুন, প্রথম শ্রেণীর এস এম সমন্বয়, সঞ্চিতা পাত্র, দ্বিতীয় শ্রেণীর শাহরিয়ার আলম, সারা মেহজাবিন, তৃতীয় শ্রেণীর জিয়ানা আফরিন, জান্নাত বিনতে আনিস, চতুর্থ শ্রেণীর কাজী ইয়াসির, ফারিহা সুলতানা সহ কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

সহকারী শিক্ষক খন্দকার বদরুদ্দোজা এর সঞ্চালনায় এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, সহকারী শিক্ষিকা সেলিনা আফরোজা, নাজমা আক্তার, বিথী খাতুন, শাহানা আক্তার, রওশন আরা, ফাতেমা খাতুন, শাহিনা আফরোজ সহ অভিভাবক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

[redacted]

[redacted]

[redacted] (2) [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সম্ভাবনা, নীতিগত সংস্কার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মঈন-উল-আলম বলেন, “জ্বালানি খাতের টেকসই রূপান্তর শুধু সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়; এর জন্য সমাজের প্রতিটি স্তরের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এই র্যালি সেই প্রয়াসেরই সূচনা।”

কন্টক পথ পাড়ি দিয়ে যেতে চাই বহুদুর -ইয়াদুল মোমিন

সীমান্তবর্তী ছোট একটি জেলা মেহেরপুর। স্বাধীনতার সূতিকাগার খ্যাত ঐতিহাসিক জেলা মেহেরপুর। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পেরিয়ে নতুন বাংলাদেশে এখনও বৈষম্য এ জেলার উন্নয়নে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, কলকারখানা, শিক্ষা ব্যবস্থাতেও এখনও বৈষম্যর শিকার হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এমন একটি জেলাতে অনেক নেই এর মধ্যে আছে আমাদের গৌরব করার মত একটি দৈনিক। আমি মেহেরপুর প্রতিদিনের কথা বলছি। পত্রিকাটির সম্পাদক হিসেবে কথা বলছি। একজন সংবাদকর্মী হিসেবে কথা বলছি। কথা বলছি মেহেরপুরের একজন নাগরিক হিসেবে। আমি এখন অবশ্যই গর্ব করি আমার জেলাতে একটি দৈনিক পত্রিকা আছে। যেখানে আছে অনেক অসঙ্গতি, কিন্তু অনেক অসঙ্গতির মধ্যেও প্রতিদিন একটি দৈনিক পাঠকের হাতে পৌছাচ্ছে পত্রিকা কতৃপক্ষ। ২০১৮ খ্রি. থেকে ২০২৫ খি.। সাত বছর পেরিয়ে ৮ম বছরে আমাদের প্রিয় পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিন। অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে একটি বৈষম্যহীন, উন্নয়নশীল, অসঙ্গতিমুক্ত একটি জেলাকে আলোকিত করার চেষ্টা আমাদের প্রতিনিয়িত। কতটুকু পারবো, কতটুকু পেরেছি এ বিচারের ভার মেহেরপুরের আপামর জনগণের, আমাদের সকল স্তরের পাঠকের। তবে আমরা এ কন্টাকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে বহু দুরে যেতে চাই।

আমরা গর্বিত আমরা একটি ইতিহাস গড়তে চলেছি। আমরা পেরেছি, আমাদের পারতেই হচ্ছে। আমাদের একটি মাত্র পথ খোলা রয়েছে, তা হলো সব অসঙ্গতিকে দুরে সরিয়ে আমাদের আলোকিত করতেই হবে। এ ধরণের একটি

চ্যালেঞ্জ নিতে পেরে মেহেরপুর প্রতিদিনের পরিবারের সদস্য হিসেবে আমি অহংকার করি।

অহংকারের এ যাত্রায় আমাদের সঙ্গে আছেন অগণিত পাঠক আর শুভানুধ্যায়ী। মেহেরপুরসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের ভালোবাসা আমাদের প্রধান শক্তি। পাঠকসাধারণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখে পত্রিকাটি আমরা প্রতিনিয়ত প্রকাশ করে যাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি, পাঠকই আমাদের সবচাইতে বড় শক্তি, বড় শ্রদ্ধার জায়গা। তাদের হাতে প্রতিদিন একটি গ্রহণযোগ্য পত্রিকা তুলে দেওয়ার চেষ্টা ৭ বছর ধরে আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছি। আগামী দিনেও এই নিষ্ঠা দৃঢ়ভাবে বজায় রাখব।

‘জনগণের মুখপত্র’ এই স্লোগানের স্বাক্ষর রেখে যা কিছু জনগণের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে সে ধরণের সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে আমাদের সহকর্মীরা নিরলস কাজ করছে।

সংবাদের ভিতরকার সকল সত্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। অসততা আমাদের স্পর্শ করতে পারেনি। তবে আমরা নিরপেক্ষ নই। আমরা মানুষের পক্ষে। প্রতিটি সাধারণ মানুষ, প্রতিটি সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পক্ষে আমাদের কলম চলবে।

শুধু পত্রিকা প্রকাশ করেই আমরা আমাদের দায়িত্ব শেষ করিনি। মেহেরপুরের খেলাধুলার প্রাণ ফিরিয়ে নিতে আমরা ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছি।পত্রিকার পাশাপাশি জাতীয় মানের টকশো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের নানা অসঙ্গতি দুর করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

মেহেরপুর প্রতিদিনের ৮ম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সফল হোক।

প্রসঙ্গ ‘কেয়া পাতার নৌকা’:

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] -[redacted]. [redacted]

[redacted]

৪খ
অবনীমোহন বলে যান: “ কোনও আত্মীয়-স্বজন এমন মেয়েকে শেল্টার দেবে কিনা সন্দেহ। তুমি যদি আলাদা বাড়ি ভাড়া করে ওকে নিজের কাছে রাখতে চাও, হাজারটা প্রশ্ন উঠবে। লোকে জানতে চাইবে মেয়েটা কে। তোমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক। কী জবাব দেবে তখন? শুধু একটা পথ খোলা আছে–’
আবছা গলায় বিনু জিজ্ঞেস করল, ‘কি?’
‘যদি তুমি ওকে বিয়ে কর, সমস্যাটা মিটতে পারে। কিন্তু আত্মীয়রা তোমাদের ত্যাগ করবে। তা ছাড়া, এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করার সাহস কি তোমার আছে?”৪গ
পিতার মুখ থেকে এই কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল বিনুর। অনেক কথাই তখন মনে হল তার। বিষবাষ্পে-ভরা পূর্ব বাংলা থেকে কী নিদারুণ আতঙ্কের মধ্যে ঝিনুককে সীমান্তের এপারে নিয়ে এসেছে, তা শুধু সে-ই জানে। কিন্তু অবনীমোহন তাকে জীবনের সবচেয়ে কঠিন, সবচেয়ে দুরূহ সংকটের সামনে দাঁড় করিয় দিয়েছেন। বিপন্ন, দ্বিধাগ্রস্থ, শ^◌াসরুদ্ধ বিনু কী জবাব দেবে, ভেবে পেল না। অবনীমোহন বললেন: “একটা কথা ভেবে দেখতে পার। এ জাতীয় মেয়েদের জন্য গভর্নমেন্টের হোম আছে।
সেখানে আপাতত ঝিনুককে রাখা যেতে পারে।’
বিনু তখন কথা বলার অবস্থায় ছিল না। অবনীমোহন বলে যেতে থাকেন: ‘তুমি ঝিনুকের কাছে যাও।’ এক্ষুনি নয়, সময় নিয়ে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ‘হোম’-এর
ব্যাপারটা বোলো।’
শরীর এবং মন কঠিন আঘাতে অসাড় হয়ে গেছে। নিজেকে ধীরে ধীরে টেনে তুলল বিনু। পাশের ঘরে এসে দেখল, সেটা একেবারে ফাঁকা। সে ডাকতে লাগল, ‘ঝিনুক–ঝিনুক–’ সাড়া নেই।
তেতলার অন্য ঘরগুলো আতিপাতি করে খুঁজল বিনু। কোথাও ঝিনুককে পাওয়া গেল না। সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে দোতলায়, তারপর একতলায় নেমে এলো সে। ঝিনুক কোথাও নেই।” ৪ঘ
ঝিনুকের জীবনের এই পরিণতি মেনে নিতে কষ্ট হয়। তার এই পরিণতি কোনমতেই প্রত্যাশিত ছিল না। ঝিনুকের তো কোন দোষ ছিল না। সে তো দাঙ্গাবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অস্থির সময়ের শিকার। কোনভাবেই যেন এর থেকে তার নিস্তার নেই। শুধু ঝিনুকই নয় তার মতো হাজার হাজার নারীকে বাংলাদেশের দাঙ্গা বিধ্বস্ত সেই উত্তাল সময়ে এই নারকীয় যন্ত্রণার শিকার হতে হয়েছে। ইতিহাস বইয়ের পাতায় দু একটি শব্দের খোঁচায় হয়তো বা তার ইতিহাস তুলে রাখা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের নারীর জীবনে ঘটে যাওয়া সেই যন্ত্রণাময় ইতিহাস জীবন্ত হয়ে আছে সাহিত্যের পাতায়। যে সমস্ত সাহিত্যিক এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রফুল্ল রায়। তাঁর ‘কেয়া পাতার নৌকা’ উপন্যাসের ঝিনুক দাঙ্গা বিধ্বস্ত বাংলাদেশের হাজার হাজার ত্রস্ত নারীর প্রতিনিধি।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সাউথইস্ট বিশ^বিদ্যালয়